শ্রমিক কল্যাণ বার্তা

১লা নভেম্বর ২০০৪ ইং, ১৭ই কার্তিক ১৪১১বাংলা, ১৭ই রমাদান ১৪২৫ হিজরী

পরিবহন প্রতিনিধি সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী

শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শাসনের বিকল্প নেই

জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে ফেডারেশনের পরিবহন প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, গোলাম পরওয়ার এমপি, আবুল কালাম আজাদ, আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, হামিদুর রহমান আজাদ ও মাওলানা এমদাদুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শ্রমিকদের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেছেন, সর্বশ্রেণীর শ্রমিক ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালুর বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। সকল মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ আর মানুষ আল্লাহর দাস বা গোলাম। ইসলামের এই সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে কোথাও যদি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে কোন বিভেদ রেখা থাকে না।

তিনি জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পরিবহন প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, ফেডারেশনের সহ-সভাপতি মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি, এম এ তাহের, আবুল কালাম আজাদ, চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, ঢাকা মহানগরী সভাপতি হামিদুর রহমান আযাদ, রাজশাহী বিভাগ (দক্ষিণ) সভাপতি এডভোকেট আবু মোহাম্মদ সেলিম, খুলনা মহানগরী সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলম, সিলেট মহানগরী সভাপতি জয়নাল আবেদিন, বরিশাল বিভাগীয় সভাপতি হারুনুর রশিদ, ঢাকা বিভাগীয় দঃ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ উল্যাহ ও সাধন চন্দ্র দে।

আমীরে জামায়াত বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত পেশাজীবী সংগঠনের সাথে জড়িতদের দায়িত্ব দু'ভাবে পালন করতে হবে। প্রথমত সংশ্লিষ্ট পেশার শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ পেশার প্রতি আমানতদারীর সাথে দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া, দ্বিতীয়ত দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে নিজ নিজ পেশাগত দায়িত্ব পালন করা।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ গরীব দেশ হলেও রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে (৭ম পাতায় দ্রঃ)

"ইসলামী শ্রমনীতি" শীর্ষক সেমিনারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট বলেই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে

"ইসলামী শ্রমনীতি" শীর্ষক সেমিনারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী জনাব আমান উল্লাহ আমান এম.পি, জামায়াত উপনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, জাফরুল হাসান, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, গোলাম পরওয়ার এমপি, মীর কাসেম আলী, আমিনুল ইসলাম ও এম এ তাহের বক্তব্য রাখছেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেছেন, ইসলামের বড় শিক্ষা হচ্ছে শ্রম দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। পরের পয়সায় পোলাও-কোর্মা খাওয়ার চেয়ে নিজের আয়ে আলু ভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়া অনেক ভাল। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত (২য় পাতায় দ্রঃ)

সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে

(প্রথম পাতার পর)

'ইসলামী শ্রমনীতি' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। তিনি বলেন, মানব জাতির ইতিহাস শ্রমিক ও মালিকের ইতিহাস নয়- এটা সঠিক পথে চলার ইতিহাস কিংবা বিভ্রান্তি বা পথভ্রষ্টের ইতিহাস। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, ইসলামের শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করা বড় কাজ। শ্রমের অমর্যাদা করতে গিয়ে অনেকেই শ্রমিকদের রাজনীতির স্বার্থে, খারাপ কাজে এবং ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করছে। ইসলামের শ্রমনীতিতে এ ধরনের বঞ্চনার কোন সুযোগ নেই। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, মৌলিক চাহিদা পূরণে ইসলামের শ্রমনীতিতে সবাই সমান এবং সবাই সমান সুযোগ পাওয়ার যোগ্য। সরকার ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করছে; যাতে গরীব মানুষ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের আয় যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে শ্রমিকদের নজর রাখা জরুরী। উৎপাদন কিংবা মুনাফা বৃদ্ধি না পেলে শ্রমিকদের চাহিদা পূরণ করা যে কঠিন, শ্রমিক সংগঠনগুলোকে সেদিকে নজর দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে সরকারের দেয়া সুযোগের ইতিবাচক সদ্ব্যবহার করতে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, শুধু বক্তৃতায় শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট রয়েছে বলেই সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে শ্রমিকদের সহযোগিতা জরুরী।

সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী আমান উল্লাহ আমান এমপি বলেন, ইসলামী শ্রমনীতির মূল্যবোধ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিজেকে শ্রমিক হিসেবে পরিচয় দিতেন। শ্রমিকের মর্যাদা দিতে এ সরকার জানে। সরকার শ্রমিকল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করতে গত বাজেটে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। তিনি বলেন, সরকার গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করেছে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজামী এবং মুজাহিদ সাহেবরা প্রস্তুত রয়েছেন। এজন্যে সরকার ইসলামী শক্তিকে নিয়ে সরকার গঠন করেছে। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী সরকার আগামীতেও ক্ষমতায় আসবে ইনশাআল্লাহ। জনাব আমান উল্লাহ আমান এমপি বিরোধী দলীয় নেত্রীর সমালোচনা করে বলেন, আপনি দেশ এবং জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, শ্রমিকদের উস্কানী দিচ্ছেন। এ সরকার শ্রমিকদের জন্য অনেক কিছু করছে দেখে আপনি শ্রমজীবি মানুষদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছেন। শ্রমিকরা আপনার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছে এবং তারা আজ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা বহুরূপী। মক্কায় হাতে তসবিহ আর মাথায় পট্টি কিন্তু দিল্লি গিয়ে তিনি কপালে তিলক লাগান। তিনি শ্রমিকদেরকে এদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি বলেন, ইসলামের শ্রমনীতি এখন বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ নিয়ে অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে। ইসলামের শ্রমনীতি বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে ইসলামের শ্রমের সৌন্দর্য ও শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে পারে। মাওলানা সাঈদী বলেন, আল্লাহর রাসূল (স:) নিজে শ্রম দিয়েছেন এবং শ্রমিকের হাতে চুমু খেয়েছেন। এতে ইসলামে শ্রমিকদের মর্যাদা ও মূল্যায়ন বুঝা যায়। তিনি বলেন, শ্রমিক হযরত যায়েদ এবং হযরত বিলাল (রা:) এর মর্যাদা আজও ইতিহাস স্মরণ করছে। তিনি আরও বলেন, ইসলাম শ্রমিকদের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই মজুরী পরিশোধ এবং মালিককে শ্রমিকদের কঠিন কাজে হাত লাগাতে বলেছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে খাওয়া ও পরার বৈষম্য দূর করার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামেই শ্রমিকদের অধিকারের পূর্ণাঙ্গ গ্যারান্টি রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে কায়েম করলেই কেবল ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়ন সম্ভব। তিনি বলেন, ইসলামী শ্রমনীতির অভাবেই মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বর্তমানে বৈষম্য বিরাজ করছে। জনাব মুজিব বলেন, অসহায় খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষকে হতাশা ও বঞ্চনার হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে। তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের জন্য অণ্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসার গ্যারান্টি সৃষ্টি করা বিশেষ করে এসব শ্রমজীবী অসহায় মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ইসলামই শ্রমজীবি মানুষসহ সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার যথাযথভাবে স্বীকৃত। অধ্যাপক মুজিব বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একদিকে শ্রমিক সমাজের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে যেমনি শ্রমিকদের পাশে কাজ করছে, তেমনি অন্যদিকে শ্রমজীবি মানুষের নীতি-নৈতিকতা বিমুখ নেতৃত্বের কারণে দুনিয়ায় প্রকৃত মুক্তি ও পরকালীন নাজাতের আল্লাহ প্রদত্ত এবং রাসূল (স:) প্রদর্শিত পথে চলার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত এসব অসহায় গরীব মানুষের মধ্যে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরে গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে এদের উদ্ধার করার জন্যই বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমজীবি মানুষের মধ্যে কাজ করছে। তিনি শ্রমজীবি মানুষকে কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নেয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

রাবিতা আল-আলমে ইসলামীর চেয়ারম্যান মীর কাসেম আলী বলেন, পুঁজিবাদ মানুষের শোষক। কার্লমার্ক্স ও লেলিন পুঁজিবাদের ত্রুটি ধরতে পারলেও এর সমাধান দিতে পারেনি। তিনি বলেন, আগামী দিনে ইসলামের শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা পেলে শ্রমিকরা বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

মূল প্রবন্ধে বিশিষ্ট ব্যাংকার ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, দেশের অর্থনীতি, ব্যবসা ও শিল্প শ্রমনীতি সুদের পরিবর্তে লাভ-লোকসান এবং অংশদারী মালিকানাভিত্তিক করতে হবে। তিনি ঢালাওভাবে শিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণ না করে বেকার সমস্যা সমাধান ও দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের সুপারিশ করেন।

শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক জনাব জাফরুল হাসান বলেন, দেশের আইনের ভিত্তি ইসলামের ভিত্তি নয়। এ জন্যে ইসলামের শ্রমনীতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটা প্রতিফলনের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, নতুন যে শ্রমনীতি হতে যাচ্ছে, তাতে ইসলামের শ্রমনীতির কল্যাণধর্মী অনেক কিছু সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তন না হলে শ্রম সম্পর্কে সঠিক ইসলামী নীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে বেতন বৈষম্য এখনো রয়ে গেছে। তিনি বলেন, মনের ভেতর সম্পদের নেশা মুক্ত করতে না পারলে ক্ষমতায় গিয়েও ইসলামের শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বরং কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি ইসলামের শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় তা অনুকরণীয় হয়ে উঠতে পারে। এমপি পরওয়ার বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন গলাবাজী করার সংগঠন নয়। এ ফেডারেশন বাংলাদেশের বঞ্চিত, অবহেলিত শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আর এই কাজের বদলা কোন মানুষের নিকট থেকে পাওয়ার আশা করে না। বরং মহান রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির মাধ্যমে নাজাতের প্রত্যাশা করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইউসুফ আলী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে ছাত্রসহ সমাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ তুলে ধরতে পারলে ইসলামী শ্রমনীতিসহ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য খেটে খাওয়া মানুষদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

চট্টগ্রাম মহানগরী শ্রমিক নেতাদের শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

যথাযথভাবে মেনে চলার নামই হচ্ছে তাকওয়া

(৭ম পাতার পর)

মোহাম্মদ উল্লাহ, ওবায়দুর রহমান, আবদুল লতিফ এবং হাফেজ সফিউল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

জনাব মকবুল আহমদ বলেন, রমজান মাস তাকওয়া অর্জনের মাস। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করার লক্ষ্যে তাকওয়া অর্জন করে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তিনি সকলকে তাকওয়া অর্জন করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

প্রধান বক্তা ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তি পেতে হলে আমাদের সকলকে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে শ্রমিক নেতারা সাধারণ অসহায় শ্রমজীবি গরীব মানুষকে তাকওয়া অর্জন থেকে বিরত রাখছে। আল্লাহর আইন ও তাঁর নির্দেশ পালনে বাধা সৃষ্টি করছে। মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালন করবে এটাই স্বাভাবিক অথচ এসব নেতা নেত্রীরা নিজেরাও তাকওয়ার অনুসারী না হওয়ায় তাকওয়া অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিকদের নৈতিকতার শিক্ষা এবং আল্লাহর প্রকৃত গোলাম হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে মানুষদের গোলাম করে পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখতে চায়। তিনি বলেন, শ্রমিকরা আজ বড় অসহায়। শ্রমজীবি মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে এ ফেডারেশন কাজ করছে। তিনি বলেন, আল্লাহর আইন আর সৎ লোকের শাসন কায়েম না হলে সমাজের কোন মানুষের মুক্তি আসবে না। তিনি শ্রমজীবি মানুষের অধিকার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত ফেডারেশনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আমিনুল ইসলাম বলেন, রমজানের রোজার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করে আমাদেরকে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে।

জনাব কবির আহমদ মজুমদার বলেন, শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে শ্রমজীবি মানুষদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামী শ্রমনীতির আন্দোলন করতে হবে।

রাজশাহী মহানগরী শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মুঃ আমিনুল ইসলাম

সিলেট জিন্দাবাজারে মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দদের সাথে মথ বিনিময় করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

যাদের রক্ত পানি করা খাটুনি দিয়ে সমাজ সভ্যতা গড়ে উঠে সেই শ্রমিক অবহেলায় আর অবজ্ঞায় নিঃশেষ হয়ে যাবে তা ইসলামে নিষিদ্ধ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সাবেক এম.পি

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, যে সব শ্রমিকের রক্ত পানি করা খাটুনি দিয়ে সমাজ সভ্যতা গড়ে উঠে তারা শুধু গতর খাটবে ও ঘানি টানবে- আর সমাজ-রাষ্ট্রে চিরদিন বঞ্চনা এবং অবহেলায় নিঃশেষ হয়ে যাবে তা ইসলামে নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, ইসলামই একমাত্র এবং কেবলমাত্র বঞ্চিত, অবহেলিত অসহায় খেটে খাওয়া মানুষের পরীক্ষিত ও প্রকৃত বন্ধু। শ্রমিক-মালিক, ধনি-গরীব বাদশা আর ফকিরকে এক সারিতে আসীন করেছে ইসলাম। ইসলাম মালিকের অধিনস্থ শ্রমিককে তার ভাইয়ের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম মালিক এবং শ্রমিকের দায়িত্ব কর্তব্য জবাবদিহিতার মানদণ্ডে নির্ধারণ করে দিয়েছে। মালিককে তার অধিনস্থদের ব্যাপারে যেমনি জবাবদিহিতার বিষয়ে সতর্ক করেছে তেমনি অধিনস্থ শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে মালিকের দেয় দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতার এবং আমানতদারীর মানসিকতার সাথে পালনের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহর রাসূল (স:) বলেছেন 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরী পরিশোধ করে দাও।' মালিক আর শ্রমিকের পার্থক্য রেখা মুছে দিয়েছে ইসলাম। রাসূল (স:) বলেছেন: "তোমাদের অধিনস্থরা তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাবে তা তোমাদের অধিনস্থদের খেতে দিবে এবং তোমরা যা পরবে তোমাদের অধিনস্থদের তাই পড়তে দিবে।" ইসলাম মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেছে। দুর্ভাগ্য যে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কুরআনের আইন চালু না থাকায় মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করে শ্রেণী সংগ্রামের জন্ম দিচ্ছে, হিংসা বিদ্বেষ জাগ্রত করে জিঘাংসার সৃষ্টি করছে, অধিক পাওয়ার ও ভোগের আশায় মরিচিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে বারবার ব্যর্থতার হতাশা মানুষকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। পরস্পর হিংসা জিঘাংসার সৃষ্টি করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের নির্দেশ পালিত না হওয়ায় মানবতা ও মনুষত্ব আজ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নির্যাতিতের ফরিয়াদ আকাশভারী থেকে ভারী হচ্ছে। আজাব আর গজব যেন অপেক্ষা করছে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। এসব থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদেরকে সময় ক্ষেপন না করে কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রাণান্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স:) এর আদর্শে লালিত ও পরিচালিত সাহাবা মানবতা আর মনুষত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অর্ধ পৃথিবীর খলিফা আমিরুল মুমেনিন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মহান মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট জবাবদিহিতার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নিজ ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে মরুর তপ্ত বালুকায় রশি ধরে উটকে টেনে টেনে জেরুজালেমে পৌছেন- কি অফুরন্ত সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের ইতিহাস যা আজও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আল্লাহর রাসূল শ্রমিকের শ্রমের হাতে চুমু খেয়েছেন। রাসূল (স:) বলেছেন: 'যে কাজে শ্রমিকের অধিক কষ্ট হয় সে কাজে মালিককেও হাত লাগাতে হবে'।

মানবতার একমাত্র আদর্শ মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স:) শ্রমের আর শ্রমিকের মর্যাদায় বলেছেন, নিজ শ্রমে হালাল উপার্জন হচ্ছে উত্তম রিজিক। আল্লাহ প্রদত্ত আর মানবতার বন্ধু রাসূল (স:) প্রদর্শিত কুরআনের রাজ কায়েম না থাকায় যে শ্রমিক হাজার হাজার মানুষের জন্য বস্ত্র কারখানায় কাজ করে বস্ত্র উৎপাদন করে অথচ তার শিশু পুত্রটি এক টুকরা বস্ত্রের অভাবে কনকনে শীতের রাতে থরথরে কেঁপে কেঁপে রাত কাটাবে তা হতে পারে না। যে শ্রমিক ওষুধের কারখানায় কাজ করে ওষুধ তৈরী করে অথচ তার পরিবার এমনকি সে নিজেও ওষুধের আর চিকিৎসার অভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করবে-এটা কি করে সম্ভব? আর এসব মুসলিম সমাজেও হচ্ছে এ কারণে যে, মানুষের মধ্যে ইসলামের জ্ঞান যথাযথভাবে না থাকা এবং পরকালীন মুক্তির অনুভূতির অনুপস্থিতি।

শ্রমিক সমাজ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে খোদা বিমুখ নেতৃত্বের কারণে যুগযুগ ধরে যেমনি প্রতারিত ও বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে প্রফেশনাল ও নৈতিক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। শ্রমিকের উপর চেপে থাকা এসব জগদ্দল পাথর সরাতে হলে খোদা ভিরু নেতৃত্ব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রমিকরা আজ বড় অসহায়। বাধ্য হয়ে তাদেরকে গড্ডালিকা প্রবাহে চলতে হচ্ছে।

আল্লাহ বলেন, "কি কারণ থাকতে পারে কেন তোমরা লড়াই করছো না ঐ সব নরনারী ও শিশুদের জন্য যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে এবং বলছে হে আল্লাহ এ সমাজের মানুষরা জালেম এদের হাত থেকে রক্ষার জন্য আমাদের জন্য আপনার তরফ থেকে বন্ধু ও নেতা প্রেরণ করুন।"

সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশে সুস্থ রাজনীতির পরিবেশ বিনষ্টের অপচেষ্টা চলছে

(৮ম পাতার পর)

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এম এ তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, মাওলানা শামসুদ্দীন, চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম, নায়েবে আমীর শাহজাহান চৌধুরী এমপি, উত্তর জেলা আমীর মাওলানা নূরুল আবসার, দক্ষিণ জেলা সেক্রেটারী অধ্যক্ষ আমিরুজ্জামান, শ্রমিক কল্যাণের চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি অধ্যাপক আহছানুল্লাহ। বক্তব্য রাখেন রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগের সভাপতি আবু তাহের খান, অধ্যাপক মফিজুর রহমান, মাস্টার আমিনুল হক, এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, এডভোকেট তাজুল ইসলাম, মোঃ ইসহাক, দেলোয়ার হোসেন খন্দকার, হাজী সৈয়দ আলম, মোহাম্মদ হোসাইন, আবুল হোসেন, মসিউর রহমান, সহিদুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম, আবদুল মান্নান। সম্মেলনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন বিভাগীয় সেক্রেটারী মোঃ আবদুল ওয়াহেদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রমিক নেতা মোঃ সেলিম পাটওয়ারী।

মন্ত্রী বলেন, জোট সরকার দেশের সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের নানাবিধ সমস্যার কথা বিবেচনা করে "শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন" গঠন করেছে। সরকারের কল্যাণমূলক কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা সকলের দায়িত্ব। তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমান শিল্প সেক্টরে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। '৭২ থেকে '৭৫ সালে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা দেশের শিল্প কারখানাগুলোকে জাতীয়করণের মাধ্যমে ১২টা বাজিয়েছে। তিনি বলেন যে, বড় বড় বক্তৃতা দিলে আর কথায় কথায় মিছিল করলেই শ্রমিকদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। সমস্যার গভীরে যেতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের মাধ্যমে সুস্থ রাজনীতির পরিবেশ বিনষ্ট করার জন্য একটি মহল অপচেষ্টা চালাচ্ছে। দেশ আত্মনির্ভরশীল হোক তারা তা চায় না। তারা উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এসব কাজে একটি অশুভ চক্র তৎপর রয়েছে। তিনি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সর্বস্তরের শ্রমিক জনতার প্রতি আহ্বান জানান। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, খেটে খাওয়া মানুষের পাশে থেকে তাদের কল্যাণে কাজ করতে হবে। ইসলামের সামাজিক সুবিচার, ন্যায় এবং ইনসাফের কথা সাধারণ মানুষকে বুঝাতে হবে। ইসলামের কল্যাণমূলক কাজের কথা তাদের সামনে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, যতক্ষণ আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা না হবে ততক্ষণ ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব নয়। তিনি ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে দেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সর্বস্তরের শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

শাহজাহান চৌধুরী এমপি বলেন, অতীতে সকল রাজনৈতিক দল শ্রমিকদের ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছে। তিনি রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

মাওলানা শামসুল ইসলাম বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলের উপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আসার পর থেকে এদেশের অসহায় মানুষদের কল্যাণে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রেখেছেন। তিনি বলেন, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হলে মানুষের কল্যাণমূলক কাজ ব্যাপকভাবে করা যাবে। তিনি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনে ফেনী জেলাসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা নিয়ে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণের জন্য এম এ তাহেরকে সভাপতি, মোঃ সেলিম পাটওয়ারীকে সাধারণ সম্পাদক ও ফরমান হোসাইনকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট বিভাগীয় কমিটি এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর বিভাগের জন্য মাস্টার আমিনুল হককে সভাপতি, মুজিবুর রহমান ভূইয়াকে সাধারণ সম্পাদক ও রফিকুল ইসলামকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট দু'টি পৃথক কার্যকরী কমিটি ২০০৫-২০০৬ সালের জন্য গঠন করা হয়। সম্মেলনে অবিলম্বে বেতন কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে জুলাই /০৪ থেকে কার্যকর করা, চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্সসহ বন্ধ কলকারখানা চালু করা, রমযান মাসের পবিত্রতা রক্ষা, রমযান মাসে হোটেল শ্রমিকদের ছাঁটাই না করার দাবী জানানো হয়। ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পুনর্বাসনসহ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের দাবী জানানো হয়। সম্মেলনে দোহাজারী কক্সবাজার রেল লাইনসহ রেলওয়ের সামগ্রিক উন্নয়ন, বন্দর, গার্মেন্টস, জুট, পরিবহন, দোকান কর্মচারী, হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক, রিকশা, নৌযান, ব্যাংক বীমা, বিদ্যুৎ বিআরটিসি, টিএন্ডটি, টেক্সটাইল, সূতা, চামড়া, সার কারখানা, স্টীল মিল, নির্মাণ, চা-বাগান, রাবার বাগানসহ সকল শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী বাস্তবায়ন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, রমযান মাসের শুরুতেই সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ও বোনাস পরিশোধ করার দাবী জানানো হয়।

পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র নয়, 'ইসলামী শ্রমনীতি'ই শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এর কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক সাংসদ অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র মতবাদ চালু থাকার কারণে শ্রমিকরা আজ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অধিকারহারা শ্রমিক জনগোষ্ঠী তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। অপর দিকে, তথাকথিত শ্রমিক নেতারা গুলশান-বনানীতে শুধু বাড়ী বানাচ্ছে না অনেকে অনেক গাড়ির মালিক হচ্ছে। এ অবস্থায় ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবী। কারণ, ইসলামই প্রকৃত অর্থে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে।

তিনি শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরী শাখা আয়োজিত এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। নগরীর চৌহাট্টাস্থ আদর্শ পাঠাগার মিলনায়তনে নগর ফেডারেশনের সভাপতি জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সিলেট মহানগরী জামায়াতের নায়েবে আমীর জননেতা এহসানুল মাহবুব জোবায়ের। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নগর শাখার সহ-সভাপতি জামিল আহমদ রাজু, শ্রমিক নেতা মুখলিছুর রহমান, রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নজরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল বাস পরিবহন সভাপতি সুমন আহমদ, রিক্সা শ্রমিক ওয়ার্ড সেক্রেটারী মদনমোহন কলেজের সাবেক ভি.পি মামুন খান, চৌহাট্টা পরিবহন সভাপতি হাজী আবদুল মতিন, দোকান সভাপতি জিল্লুল হক, রাইস মিল সভাপতি ফরিদ আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ পরিচালনা করেন মহানগরী সেক্রেটারী আ.ফ.ম খালিদ চৌধুরী। সমাবেশে মহানগরী জামায়াতের নায়েবে আমীর ৪ দলীয় জোটের সচিব হাফেজ আবদুল হাই হারুনও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুজিবুর রহমান আরো বলেন, স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ ধোঁয়া তুলে দেশের জনগণকে বিভক্ত করা যায় কিন্তু দেশের কোন কল্যাণ হয় না। তিনি বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারের পদত্যাগের অযৌক্তিক আবদার নাকচ করে দিয়ে বলেন, তারা মূলতঃ পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়। তিনি রমজানের শিক্ষায় শ্রমিক-জনতাকে ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সিলেট চৌহাট্টায় শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

রোজা পশুত্বের ধ্বংস ও মনুষত্বের বিকাশ ঘটায়

অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের

চট্টগ্রাম মহানগরী ফেডারেশনের ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের বলেছেন, রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের মাস মাহে রমযান। এই রমযান মাসকে কাজে লাগিয়ে তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গঠন করাই মুমেনদের মিশন হওয়া উচিৎ। তিনি বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর উদ্যোগে বিশিষ্টব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের সম্মানে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশন মহানগরীর সভাপতি জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত আমীর অধ্যাপক আহছান উল্লাহ। নগরীর হোটেল মিসকায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী। প্রবীন আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা শামসুদ্দিন, জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরী নায়েবে আমীর আলহাজ্ব আফসার উদ্দিন চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি আলহাজ্ব এম এ তাহের, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রো ভিসি ড. আবু বক্কর রফিক, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সেক্রেটারী প্রিন্সিপাল আমিরুজ্জামান, রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি আবু তাহের খান, ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগরী সেক্রেটারী ইকবাল খান পাঠান, সাংগঠনিক সম্পাদক ইউনুছ চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরী প্রচার সম্পাদক লিয়াকত আকতার ছিদ্দিকী, ফেডারেশন চট্টগ্রাম বিভাগ দক্ষিণ সেক্রেটারী সেলিম পাটোয়ারী, মহানগরী সহ সভাপতি সাইদুর রহমান, আবদুর রহীম পাঠান, প্রচার সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান, অফিস সম্পাদক নূরুন্নবী, কামাল উদ্দীন আহমদ, আবদুস সোবহান, এফ এম আবদুর রব, এবিএম এহতেশান উদ্দিন।

দেশের স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ থাকুন

অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার এমপি

রাজশাহী কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার এম.পি ও মহানগরীর আমীর জনাব মোঃ আতাউর রহমান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে মসজিদ মিশন একাডেমীতে ফেডারেশনের মহানগর সভাপতি অধ্যাপক মুহা: হাবিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে এককর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, খুলনা মহানগরী আমীর ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি জনাব অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এম.পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও রাজশাহী মহানগরীর আমীর জনাব আতাউর রহমান।

আরও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহানগর সহ-সভাপতিদ্বয় মুহা: আসাদুজ্জামান ও মুহা: কুতুব উদ্দীন। সহ-সেক্রেটারী মুহা: মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা: আলমগীর চঞ্চল, অর্থ-সম্পাদক মো: গোলাম মোর্তুজা, প্রচার সম্পাদক সরফরাজ আহম্মদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও স্ব-নির্ভরতা বিরোধী মহলটি নানা কৌশল ষড়যন্ত্র করে চলেছে। তিনি রাজনীতিতে ইতিবাচক ধারা তৈরীতে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কর্মীদের নিরলস কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ফেডারেশনের কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সিয়ামের প্রশিক্ষণ আত্মত্যাগের প্রেরণা যোগাবে

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

টংগী শিল্প এলাকায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত "রমজানের তাৎপর্য এবং শিক্ষা" বিষয়ে এক আলোচনা সভায় ফেডারেশনের সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, সিয়াম পালনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদেরকে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য প্রয়োজনে আত্মত্যাগের প্রেরণা যোগাবেন।

পলাশ ইউরিয়া সার কারখানায় ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক মুজিব

কুরআনের আইন চালু করতে হবে

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

টিএন্ডটি বাংলাদেশ আদর্শ ফেডারেল ইউনিয়ন কর্তৃক টিএন্ডটি রমনা ভবন চত্বরে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অনাচার, অন্যায় ও যুলুম অক্টোপাশের ন্যায় জড়িয়ে পড়েছে। এথেকে মুক্তি পেতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন চালু করতে হবে।

শ্রমিক কল্যাণ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চায়

আমিনুল ইসলাম

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ইসলামী ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ ইউনিয়ন (সিবিএ)-এর উদ্যোগে মতিঝিলস্থ ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার মরহুম মোঃ ইউনুছ অডিটরিয়ামে এক ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আমিনুল ইসলাম শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্রমজীবি-পেশাজীবিদেরকে আল্লাহর আইনের পক্ষে সম্পৃক্ত করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য রোজাদারদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানব রচিত আইন দ্বারা মানুষের যথাযথ কল্যাণ সম্ভব নয়। অতএব সকলকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তার মঞ্জিলে পৌছানোর চেষ্টা চালাতে হবে।

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ফতুল্লায় প্রতিবাদ সভা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ফতুল্লা থানা শাখার উদ্যোগে ফতুল্লা ডিআইটি মাঠে এক বিরাট শ্রমিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ফতুল্লা থানা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ নূরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমীর জনাব মাওলানা মঈন উদ্দিন আহমদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিভাগীয় (দক্ষিণ) শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদউল্লাহ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফতুল্লা থানা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাহবুব-ই-কিবরিয়া, ফতুল্লাহ থানা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ সভাপতি মজিদ সিকদার, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি এডঃ আবদুল কাদের, শ্রমিক নেতা এইচ এম সেলিম মাহমুদ, ইসমাইল প্রমুখ।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে কৃষির পাশাপাশি শিল্পের বিকাশকে নিশ্চিত করতে হবে

(৮ম পাতার পর)

এছাড়াও পাটকল শ্রমিক নেতা আফতাব উদ্দীন, শ্রমিক নেতা আব্দুল খালেক হাওলাদার, পরিবহন শ্রমিক নেতা মোঃ নূরুল ইসলাম, বিদ্যুৎ শ্রমিক নেতা মোঃ নূরুল ইসলাম, বুলবুল কবির ও রেলওয়ে শ্রমিক নেতা শাহজাহান মোল্লা। অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন মোঃ আজিজুর রহমান ও স্বাগত ভাষণ দেন মাস্টার শফিকুল আলম। সম্মেলন শুরুর আগে এক বিশাল শ্রমিক র‍্যালী খালিশপুরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। প্রধান অতিথির ভাষণে শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, শ্রমের মর্যাদা রক্ষায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকেই শ্রমিক আন্দোলন বলে। এ লক্ষ্যে আন্দোলন পরিচালিত হলে শ্রমিকদের কল্যাণ হবে। তবে তাদেরকে অবশ্যই দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ গতিশীলতার বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, একটি দেশের অর্থনীতি ক্রমেই দুর্বল হতে থাকলে নতুন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠা তো দূরের কথা প্রতিষ্ঠিত সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অব্যাহত লোকসান দিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে যায়। এতে আপনারা যতই আন্দোলন করেন, যতই সংগ্রাম করেন, নতুন নতুন শ্রম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে না। যারা শ্রমে নিয়োজিত তাদের অধিকার আদায়টাও বাস্তবে সম্ভব হবে না।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনে যারা নিয়োজিত আছেন তাদেরকে পুরাতন ধ্যান-ধারণা পরিহার করে দেশের ও যুগের চাহিদাকে সামনে রেখে শ্রমিক আন্দোলনেও গুণগতমান পরিবর্তন আনার চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বলেন, দেশে যদি নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার পরিবেশ না থাকে, প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানা যদি লাভজনক হওয়ার প্রতিবন্ধকতা থাকে তাহলে এই অবস্থার পরিবর্তনের চিন্তা-ভাবনা আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে করা দরকার।

তিনি বলেন, সকল শ্রমিক সংগঠনের নেতৃস্থানীয় নেতৃবৃন্দের বিবেকের কাছে একটি আবেদন রাখতে চাই দেশে নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে উঠুক আন্তরিকভাবে আপনাদের আমাদের সকলকে তা চাইতে হবে। দেশে দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহ বৃদ্ধির মত অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হোক তা আন্তরিকভাবে কামনা করতে হবে। বিনিয়োগের পরিবেশ নষ্ট করে এমন কোন কর্মকাণ্ডকে দেশের স্বার্থে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে পরিহার করার চেষ্টা করতে হবে। যারা এইগুলো করে তাদের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

মাওলানা নিজামী বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, শ্রমিক আন্দোলনকে হতে হবে দেশের উন্নয়ন, উৎপাদনের সহায়ক আন্দোলন। দেশের উন্নয়ন, উৎপাদন যত বৃদ্ধি পাবে ততই শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

কর্মসংস্থানের পরিধি বাড়বে এবং শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা, অধিকার আদায়ের বিষয়টিও তখন অনুকুল হতে পারে। এ জন্য শ্রমিক আন্দোলন যাতে করে উন্নয়ন ও উৎপাদনে সহায়ক আন্দোলনে পরিণত হয় সেই লক্ষ্যে আমাদের গুণগতমান পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে হবে।

এক্ষেত্রে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন একটি উদ্যোগী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করুক আমি তা মনেপ্রাণে কামনা করি।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শিল্প বিকাশে অনেক বাধা প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে চায়। এজন্য সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি শিল্পপতি ও শ্রমজীবী মানুষেরও দায়িত্ব আছে। শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকেও এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। '৭২-এর বিশেষ প্রেক্ষাপটে পাইকারীভাবে দেশের ভারী মাঝারী শিল্পগুলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে যাওয়ায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় শিল্প বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়।

তিনি বলেন, কিছু দিন আগে আমি কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলাম আর বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছি। আমি বাস্তবতার নিরিখে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি দেশের অর্থনীতির দু'টি চাকার একটি কৃষি অপরটি শিল্প। যদিও বাংলাদেশে এখনও কৃষি নির্ভর অর্থনীতি স্বীকৃত। কিন্তু কৃষির একটি সীমাবদ্ধতা আছে। আমাদের দেশের আয়তন কম, জমি কম মানুষ বেশী। সুতরাং এদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে হলে, কৃষির পাশাপাশি শিল্পের বিকাশকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। দীর্ঘ ৩৩ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা, রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত শিল্পগুলোর লোকসান হওয়ার কারণ আপনারা আমার চেয়ে ভাল জানেন। এখানেও বিভিন্ন মহলেরই কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। মাথা ভারী প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব আছে। দুর্নীতি, লুটপাট, আত্মসাৎ অপচয়ের একটি ভূমিকা আছে। সেই সাথে লোকেরা কিন্তু শ্রমিক নেতৃবৃন্দকেও একেবারেই রেহাই দেয়নি। এই অকপট সত্য কথাটির সহজ স্বীকৃতি শ্রমিক আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের থাকা দরকার।

তিনি বলেন, সরকারের দায়দায়িত্ব করণীয় সরকারকে করতে হবে। ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব তাদের বহন করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যারা জড়িত তাদেরও যদি কিছু দায়-দায়িত্ব থেকে থাকে সেটারও সহজ স্বীকৃতি দিন। এগুলো নিরসনের জন্য আপনাদের সকলের আন্তরিক হওয়া দরকার।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরে কয়েকটি কল-কারখানা বন্ধ করতে হয়েছে। এর যাত্রা শুরু হয়েছে '৭৮ থেকে। বেসরকারীকরণের অভিজ্ঞতাও খুব সুখকর নয়। তিনি বলেন, সরকার আন্তরিকভাবে চায় অলাভজনক বা লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত সময়ের মধ্যে লোকসান কাটিয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে কিভাবে পরিণত করা যায়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর কয়েকটি কারখানা বন্ধ হলেও প্রধানমন্ত্রী নতুন আর কোন কল-কারাখানা যাতে বন্ধ না হয় এ ব্যাপারে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। সেই সাথে আমরা যারা তার সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করি তাদের কাছে আরো কয়েকটি কথা স্পষ্টভাবে বলেছেন, চিরদিন লোকসানী প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব হয় না। লাভজনক করা গেলে তিনি আমাদের সাথে আছেন। মন্ত্রী বলেন, সরকার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছে লোকসানী প্রতিষ্ঠানে লোকসান কমিয়ে কিভাবে লাভজনক করা যায়। কিন্তু যেগুলো এই পর্যায়ে আনা আদৌ সম্ভব নয় সেখানেও বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করা হয়েছে। আদমজী জুট মিল, চট্টগ্রাম স্টীল মিলের জায়গাতে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যদি কোন লোকসানী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্ধ করা ছাড়া উপায়ান্তর না থাকে তাহলে সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ অবশ্য অবশ্যই সেখানে বিকল্প কিছু করা হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের সকলেরও কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। তিনি বলেন, সরকার যে শিল্পনীতি নিতে যাচ্ছে তার মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে সামনে রেখে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। যাতে করে ব্যাপকভাবে মানুষের শ্রম ও কর্মের সংস্থান হতে পারে। সেই সাথে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, বস্ত্রশিল্পের মধ্যে যেগুলো পুনরায় চালু করা বাস্তব সম্মত সেগুলোর ব্যাপারেও আমরা চেষ্টা করছি। মন্ত্রী বলেন, খুলনা হার্ডবোর্ড মিলের ব্যাপারে আমাদের মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড আমরা সম্পন্ন করেছি। এখন এটা মন্ত্রীসভা কমিটিতে অনুমোদন হবে। এটি অনুমোদিত হলে আমরা এটা চালু করতে পারবো। তিনি বলেন, এভাবে পরীক্ষামূলক ২/১টি চালু করে আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে এগুলো লাভজনকভাবে চালানো যায় তাহলে হয়তো অনেক বন্ধ কল-কারখানা পুনরায় চালু করার পথ খুলতে পারে। তিনি বলেন, সরকারী মালিকানায় চালু হোক বা না হোক যাতে করে বেশী মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য বেশী বেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা হতে পারে, প্রাইভেট সেক্টর এগিয়ে আসতে পারে সে জন্যে জোট সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। রপ্তানীমুখী কৃষি-শিল্পকে শতকরা ৩০ ভাগ ক্যাশ ইনসেনটিভের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। মন্ত্রী দেশের সম্পদশালী অর্থবিত্তের মালিকদের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় সাড়া দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এতে আমরা ব্যাপকভাবে দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবো।

তিনি বলেন, আমাদের কথার চেয়ে কাজ বেশী করা দরকার। বিরোধী দলে থাকলে যেভাবে কথা বলা যায় দায়িত্ব মাথায় নিয়ে সেভাবে কথা বলা যায় না। কাজেই যেটা করা সম্ভব তা সম্ভাবনার সৃষ্টি করেই বলা উচিত- আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় জাতীয় সংসদের হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন বলেন, শ্রম আইন বাস্তবায়ন করতে হলে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী করতে হবে। শ্রমিক আন্দোলন অনৈক্য ও দুর্বলতার কারণে ফেডারেশন ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সংগঠন যদি তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায় তবে শ্রম আইন বাস্তবায়ন হবে। তিনি বলেন, খুলনায় শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ব মিল বন্ধ হয়নি। সারাদেশে বন্ধ হচ্ছে। তবে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এমপি গোলাম পরওয়ার বলেন, স্বাধীনতাত্তোর দেশের কল-কারখানাগুলো একটি রাজনৈতিক দল কব্জা করে রেখেছে। পরে তারা ষড়যন্ত্র করে শ্রমিকদেরকে অর্থনৈতিকভাবে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এছাড়া তথাকথিত শ্রমিক নেতারা দুর্নীতি করে শ্রমিকদের ভাগ্য নষ্ট করেছে। তিনি বলেন, ইসলামী শ্রম আইন যতদিন না কায়েম হবে ততদিন এদেশের শ্রমিকদের মুক্তি আসবে না।

২০০৫-২০০৬ সেশনের জন্য খুলনা মহানগরী
শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কার্যকরি কমিটি

সম্মেলনে ২০০৫-২০০৬ সেশনের জন্য খুলনা মহানগরী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কার্যকরি কমিটি ঘোষণা করা হয়। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম এ কমিটি ঘোষণা করেন। মাস্টার শফিকুল আলম সভাপতি ও আল ফিদা হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তাগণ হলেন, সহ-সভাপতি এ,কেএম গাউছুল আযম হাদী, মুহাঃ আজিজুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক, মোঃ আফতাব উদ্দিন হাওলাদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আবদুল খালেক হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ কাজী কামাল উদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম, আইন আদালত সম্পাদক মুহাঃ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক নূর মুহাঃ মাতুব্বর, অফিস সম্পাদক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম কাজল। সদস্যরা হলেন- যথাক্রমে, মুহাঃ আব্দুল আজীজ, মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, হাফেজ হারুন অর রশীদ, ডঃ সেকেন্দার আলী হাওলাদার, মুহাঃ মোখলেছুর রহমান, মুহাম্মদ আবুল হোসেন, মুহাঃ মাহফুজুর রহমান, মুহাঃ সাখাওয়াত হোসেন, শাহাবুদ্দীন আহম্মেদ, খলিলুর রহমান, শহীদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, বুলবুল কবির, শাহজাহান মোল্লা, আব্দুল বারীক ও তাজ মুহাম্মদ। সম্মেলনে ১৭ দফার একটি সুপারিশমালা পাঠ করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক আল ফিদা হোসেন।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, পরিবহন শ্রমিকদের কল্যাণে ফেডারেশন দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা সৃষ্টির প্রশিক্ষণ ও আল্লাহর আইন সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া এই তিনটি কাজ করছে। জনাব মুজিব বলেন, ইসলামের আদর্শে লালিত হয়ে শ্রমিক ও মালিকগণ কাজ করলে ধর্মঘট-ঘেরাও ইত্যাদি করতে হবে না। তিনি শ্রমিকদেরকে কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ফেডারেশনের সেক্রেটারী জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন, খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে দ্বীনের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করতে হবে। আন্দোলন ও সংগ্রাম ইসলামের নিয়ম-নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হতে হবে।

এর আগে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের পরিবহন বিভাগীয় কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। ফেডারেশনের সেক্রেটারী আমিনুল ইসলাম ২৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণার মাধ্যমে সর্বসমর্থনে তা গৃহীত হয়। এ কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে আবদুস সালাম, শেখ মুহসীন আলী ও সাইদুল ইসলাম। অন্যান্যরা হলেন- সহ-সভাপতি যথাক্রমে শেখ আবুল কাশেম, কুতুব উদ্দিন, নওশের আলী, নূরুল ইসলাম, ইসরাইল খান ও তফাজ্জল হুসাইন; সহ-সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সাজ্জাদ হুসাইন, আব্দুল খালেক ঢালী, সাইদুর রহমান, মুজিবুর রহমান, কামাল উদ্দীন ও জিয়াউল হক; সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট এস,এম আবদুল হাই, অফিস সম্পাদক শরীফ আল-আমীন, প্রচার সম্পাদক খলিলুর রহমান প্রমুখ।

শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শাসনের বিকল্প নেই

(প্রথম পাতার পর)

দু'শ্রেণীর মানুষকে বিবেচনা করা হয়। রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মীদের বাইরে ক্ষমতা লাভের সিঁড়ি হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে শ্রমজীবী মানুষ ও ছাত্র সমাজ। কিন্তু এ দু'শ্রেণীর মানুষের কোন কল্যাণ হয়নি, বরং তারা বার বার প্রতারিত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ছাত্র সমাজও তেমন কিছু পায়নি।

তিনি বলেন, এ অভিজ্ঞতার আলোকে সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন তাদের আদর্শ হিসেবে ইসলামী আদর্শকে বেছে নিয়েছে বিধায় তাদের দায়িত্ব হবে পেশাজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণের সহানুভূতি নিয়ে কাজ করা। মানুষকে জিম্মি করে অধিকার আদায় করা যায় না।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, পরিবহন সেক্টর দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি বড় ফেক্টর। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকাংশেই এ সেক্টরের উপর নির্ভরশীল। বাস টার্মিনালগুলোতে একশ্রেণীর প্রভাবশালী লোকের দৌরাত্ম এতই যে গায়ের জোরে তাদের প্রতিহত করা যাবে না। এজন্য মানুষের মধ্যে দায়িত্ব জ্ঞান ও অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। অধিকার আদায়ের পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে হবে।

তিনি বলেন, ইসলামী আদর্শ সকল মানুষকে সমান গুরুত্ব দেয়। সামাজিক দৃষ্টিতে কেউ রাষ্ট্র প্রধান, কেউ ঝাড়ুদার। আল্লাহর কাছে বিচার্য বিষয় হবে সততা ও স্বচ্ছতার। এ জন্য তাকওয়া অর্জনের উপলব্ধি নিয়ে কাজ করতে হবে। সন্ত্রাস, দুর্নীতির প্রধান কারণ তাকওয়ার অভাব।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৩৩ বছরেও আমরা স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারিনি। এর প্রধান কারণ অযৌক্তিক রাজনীতি। কথায় কথায় হরতাল উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ রুদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। হরতালের নামে জ্বালাও-পোড়াও নীতি গ্রহণ করে জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করা হচ্ছে। জনগণের উপর এধরনে রাজনৈতিক কর্মসূচী চাপিয়ে দিলে এর পরিণাম শুভ হতে পারে না।

প্রধান অতিথি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল। অগণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার বিরোধী, দেশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে অস্থিতিশীল ও নৈরাজ্য সৃষ্টি দেশবাসীর কাম্য নয়। এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে না পারলে সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ গঠন করা আদৌ সম্ভব হবে না।

তিনি বোমা হামলা তদন্ত অসুবিধা হতে পারে এমন অনুমাণভিত্তিক কাউকে দায়ী করা ও বিবৃতি দেয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। জামায়াত আমীর বলেন, সংসদকে অকার্যকর করার জন্য সংসদীয় রীতি-নীতি উপেক্ষা করে হৈ-চৈ, হাত তুলে শ্লোগান দিয়ে রাজপথের টালমাটাল অবস্থা সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের উপর আঘাত অতীতেও দেশবাসী মেনে নেয়নি, ভবিষ্যতেও নেবে না।

বিশেষ অতিথি মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বলেন, পরিবহন সেক্টরে নানা অনিয়ম, বিশৃংখলা রয়েছে। এসব দূর করতে কাজ করতে হবে। ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে নৈতিক পরিবর্তন আনতে হবে।

অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি বলেন, ১৯৬০ এর দশকে এদেশে লাল পতাকা তুলে শ্রেণী সংগ্রামের নামে শ্রমিক আন্দোলন করা হতো। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এক্ষেত্রে নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, মাদক, চাঁদাবাজি, টার্মিনাল দখল ইত্যাদি করা হচ্ছে পরিবহন শ্রমিক রাজনীতির নামে। এর অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক কল্যাণকে গুরুত্ব দিতে হবে।

আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ যথাযথভাবে মেনে চলার নামই হচ্ছে তাকওয়া

মকবুল আহমদ

আল-ফালাহ মিলনায়তনে ফেডারেশনের ইফতার মাহফিলে প্রধান ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমেদ ও ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার মাহফিলের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর জননেতা জনাব মকবুল আহমদ বলেন, আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ যথাযথাভাবে মেনে চলার নামই হচ্ছে তাকওয়া।

মগবাজারস্থ আল-ফালাহ মিলনায়তনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব আমিনুল ইসলাম, সর্বজনাব কবির আহমদ মজুমদার, আনিছুর রহমান চৌধুরী (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা মহানগরী সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে কৃষির পাশাপাশি শিল্পের বিকাশকে নিশ্চিত করতে হবে

শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা মহানগরী সম্মেলনে জামায়াত আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, হুইপ আশরাফ হোসেন এম.পি, অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস এমপি, অধ্যাপক গোলাম পরওয়ার এমপি, আমিনুল ইসলাম ও মাস্টার শফিকুল আলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখছেন।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে কৃষির পাশাপাশি শিল্পের বিকাশকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। আর শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি শ্রমিকদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রমিক আন্দোলনকে হতে হবে দেশের উন্নয়নের উৎপাদনের সহায়ক আন্দোলন। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনকে তিনি এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের খুলনা মহানগরীর দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। মহানগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মাস্টার শফিকুল আলমের সভাপতিত্বে খালিশপুর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট চত্তরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য পেশ করেন জাতীয় সংসদের হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস এমপি, মহানগর জামায়াতের আমীর অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার এমপি, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম, মহানগর জামায়াতের নায়েমে আমীর অধ্যাপক আব্দুল মতিন, সেক্রেটারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রমিক কল্যাণের খুলনা বিভাগীয় সভাপতি এডভোকেট শেখ আবদুল ওয়াদুদ, নগর শিবির সভাপতি জনাব স. ম. এনামুল হক, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের মহানগর সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলফিদা হোসেন। (৬ষ্ঠ পাতায় দ্রঃ)

শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সম্মেলনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশে সুস্থ রাজনীতির পরিবেশ বিনষ্টের অপচেষ্টা চলছে

চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, শাহজাহান চৌধুরী এমপি, অধ্যাপক আহসান উল্লাহ ও এম.এ তাহের প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখছেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বলেছেন, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের মাধ্যমে দেশের সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্য একটি মহল অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এদের চক্রান্ত কেবল দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে নয় বরং দেশ, দেশের অর্থনীতি ও জাতীয় অস্তিত্বের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশকে তারা অতীতের দুর্দশাগ্রস্ত কিছু মুসলিম দেশের মত বিপর্যস্ত, ঐতিহ্যবিহীন, পরাধীন দেশে পরিণত করতে চায়। তিনি বলেন, দেশের ১৪ কোটি মানুষকে সাথে নিয়ে এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে। শ্রমিকদেরকে এক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী চট্টগ্রাম মহানগরীর মুসলিম হলে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ৪৩৫ মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭। ফোনঃ ৮৩৫৮১৭৭

ডিজাইন ও মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ফোন ঃ ৯৩৫৮৪৩২, ৯৩৪৫৭৪১